যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বগুড়া।

২৩তম সংক্ষিপ্ত ব্যাচ।

ছাগল ও ভেড়া পালন সেশন- ৩

এ কে এম লতিফুল বারী

ছাগল পালনঃ

ছাগল পালন অত্যন্ত সহজ। এরা আকারে ছোট, তাই জায়গা কম লাগে। এদের রোগব্যাধি গরুর তুলনায় অনেক কম। এরা অত্যন্ত উৎপাদনশীল, একটি স্ত্রী ছাগল বা ছাগী থেকে বছরে অন্তত চারটি বাচ্চা পাওয়া যায়। তাই ছাগল পালন করে সহজেই লাভবান হওয়া যায়। খুরবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে ছাগল প্রথম গৃহপালিত পশু। প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে প্রথমে বুনো ছাগলকে পোষ মানানো হয়েছিল। এরা অত্যন্ত উপকারী প্রাণী। এদের দুধ ও মাংস পুষ্টির খাদ্য। চামড়া, লোম/পশম ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়।

ছাগল পালনের সুবিধাদিঃ

- ছাগল দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। এরা ৬/৭ মাস বয়সেই প্রজননের উপযোগী হয়। ছাগী গর্ভবতী হওয়ায় প্রায় পাঁচ মাস পরেই বাচ্চা প্রসব করে এবং প্রতিবারে অন্তত ২/৩টি বাচ্চা দেয়। কাজেই একটি ছাগী থেকে বছরে অন্তত চারটি বাচ্চা পাওয়া যায়।
- ছাগল ছোট প্রাণী; তাই এদের জন্য্য জায়গা কম লাগে।
- এরা নিরীহ বলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পালন করতে পারে।
- ছাগল পালনে পুঁজি কম লাগে এটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস।
- যে পরিবেশ বা আবহাওয়ায় গরু-মহিষ জীবনযাপন করতে পারে না ছাগল সেখানে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়।
- গরুমহিষের তুলনায় এদের জন্য খাদ্য কম লাগে। কারণ ছাগল খাদ্য রুপান্তরে গরুর থেকে বেশি দক্ষ।
- গরুর তুলনায় ছাগল রোগব্যাধিতে কম আক্রান্ত হয়।
- ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এগুলো মোলায়েম ও নরম আঁশযুক্ত সহজেই হজম হয়। খাসির মাংস সকল ধর্মের লোকের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। এদেশে ছাগলের মাংসের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি বলে বাণিজ্যিকভাবে অধিক লাভজনক।
- বাংলাদেশের বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার গুণগতমান অতি উন্নত, তাই বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক চাহিদা। এ চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

ছাগলরে জাত নির্বাচন

ব্ল্যাক বেঙ্গল

যমুনাপারি

ছাগলরে জাত নির্বাচন

বারবারী

পাটনাই

ছাগলরে জাত নির্বাচন

বিটল

সানেন

ভেড়ার জাত

- মেরিনো
- ব্যামবরনেট
- সাইন ডাউন
- লিষ্টার
- লিনকন
- কোরাকুল

ব্ল্যাক বেঙ্গল

- **জাত বৈশিষ্ট্যঃ** এরা আকারে ছোট, বরাবর উচ্চতা মাত্র ৪০-৭৫ সেঃ মিঃ। পূর্ণ বয়স্ক ছাগল ও ছাগীর ওজন যথাক্রমে গড়ে ১৮-৩০ ও ২৮-৩৪ কেজি। দেহের লোম খাটো, সুবিন্যস্ত, রেশমী ও কোমল। এরা দ্রCত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। এদের পা খাটো, কান খাড়া শিং আকারে ছোট ও কালো এবং ৫-১০ সেঃমিঃ লম্বা হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ জাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উৎকৃষ্টমানের চামড়া ও মাংস উৎপাদন, অধিক সংখ্যক বাচ্চা দেয়া এবং প্রতিকুল পরিবেশে বেঁচে থাকার ক্ষমতার জন্য এরা সুপরিচিত। বছরে দু'বার এবং একত্রে ২-৬টি বাচ্চা দেওয়ার দৃষ্টান্ত এদের রয়েছে। দ্রুত বংস বিস্তারে এ ছাগলের জুড়ি নেই। চামড়ার তৈরি জুতো ও অন্যান্য সামগ্রী অত্যন্ত আকর্ষণীয়, আরামদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী বলে স্বীকৃত। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তুলনামূলক ভাবে বেশি। ১১-১২ মাস সময়ে প্রথমবার বাচ্চা দেয়।এদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম, দু'য়ের অধিক বাচ্চা হলে দুধের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে বাচ্চা অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে ও মারা যায়। এক মাসের দোহনকালে ছাগী ২০-৩০ লিটার দুধ দেয়। ছাগলের দুধ দুর্বল শিশু ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য খুবই উপকারী।

যমুনাপারি

- **জাত বৈশিষট্যঃ** এরা আকারে বড়, কান লম্বা ও ঝুলন্ত। এদের দেহের রং সাদা, কালো, হলুদ, বাদামি বা বিভিন্ন রঙের মিশ্রণযুক্ত হতে পারে। ওলানগ্রন্থি সুবিন্যস্ত, বড় ও লম্বা বাটযুক্ত। পা খুব লম্বা, পেছনের পায়ের পেছন দিকে লম্বা লোম আছে। দেহের অন্যান্য স্থানের লোম সাধারনত ছোট এদের শিং খাটো, চেপ্টা ও ২৫-৩০ সেঃ মিঃ লম্বা। ছাগল ও ছাগীর উচ্চতা যথাক্রমে ৯১-১২৭ ও ৭৬-১০৭ সেঃ মিঃ। এরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও চঞ্চল। এ ছাগলের মাংস ও চামড়া তেমন উন্নতমানের নয়। এরা চড়ে খাওয়ার জন্য খুবই উপযোগী। বছরে একবার এবং একটির বেশী বাচ্চা দেয় না। পূর্ণবয়স্ক ছাগল ও ছাগীর ওজন যথাক্রমে ৬৮-৯১ ও ৩৫-৬০ কেজি। দুধ উৎপাদন ২১৬ দিনে সর্বোচ্চ ২৩৫ লিটার। দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩.৮ লিটার পর্যন্ত হতে পারে। ভারতে এদেরকে গরীবের গাভী বলা হয়ে থাকে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া তাদের নিজস্ব ছাগলের সঙ্গে শংকরায়নের জন্য ভারত থেকে যমুনাপরি ছাগল আমদানি করেছে।

ছাগলরে বাসস্থান

১। ভূমির উপর স্থাপিত ঘর

- এ ধরনের ঘরেই গ্রামের সাধারণ গৃহস্থরা ছাগল পালন করে থাকেন।
- এ ধরনের ঘরের মেঝে কাঁচা অথবা শুধু ইট বিছিয়ে অথবা সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে তৈরি করা যায়।
- এ ধরনের ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বিছিয়ে দিলে ভালো হয়। তবে ঘর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে

২। খুঁটির উপর স্থাপিত ঘর

- এ ধরনের ঘর সাধারনত মাটি থেকে ৩.০-৩.৫ ফুট উচ্চতায় খুঁটির উপর তৈরি করা হয়।
- এ জাতীয় ঘরের মেঝে বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে মাচার মতো করে তৈরি করা হয়। ছাগল পালনে এ ধরনের ঘর অত্যন্ত সুবিধাজনক।
- তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। কারণ এ ধরনের ঘর পরিষ্কার করা সহজ এবং ছাগলের গোবর ও চনা সংগ্রহ করাও সহজ। মেঝের ফাঁক দিয়ে গোবর ও চনা নিচে পড়ে যায় বলে খাদ্য ও পানি দূষিত হয় না এবং কৃমির আক্রমণও কম হয়।

ধন্যবাদ